20

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...08 JAN 1997
পৃঃ ৬ কলাম ১

প্রাইমারী ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী বছরের প্রারম্ভে পাঠ্যপুস্তক পাচ্ছে না

কুমিল্লা, ৭ জানুয়ারী (জেলা সংবাদদাতা) ঃ অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও সমগ্র দেশে প্রাইমারী ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী বছরের প্রারম্ভে তাদের প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক পাবে না। সর্বত্র কাগজ সংকট, মুদ্রণ ও সরবরাহ ব্যবস্থায় মারাত্মক জটিলতার কারণে সময় মত পাঠ্যপুস্তক না পাবার আশংকা বিদ্যমান। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার চন্দ্রঘোনায় পাক আমলে স্থাপিত দেশের একমাত্র কাগজ উৎপাদনকারী কর্ণফুলী পেপার মিলের দৈনিক উৎপাদনের কোটা থেকে তেজগাঁওস্থ বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়কে প্রত্যহ ৫ (পাঁচ) টন হিসেবে কাগজ সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকলেও পেপার মিল কর্তৃপক্ষ কাগজ সরবরাহ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়াও কর্ণফুলী পেপার মিলে পূর্বের ন্যায় কাগজ উৎপাদনে চরম সংকট ও ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও কারচুপির কারণে কাগজ সংকট জটিল আকারে উপনীত হয়েছে। কর্ণফুলী পেপার মিলের ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও অনিয়মের কারণে গত নভেম্বর মাসে কাগজ উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয়। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় পৌনে দু' কোটি ছাত্র-ছাত্রীর হাতে প্রথম শ্রেণী হতে ৫ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক না পৌঁছার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম শ্রেণী হতে ৫ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য মিল থেকে চাহিদা অনুযায়ী কাগজ সরকারী মন্ত্রণালয়ে না পৌঁছায় এ সংকট দেখা দিয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত প্রায় এক কোটি ৭৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রতি বছর বিনামূল্যে নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করেন। এর ফলে পাঁচটি ক্লাসে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রতিবছর প্রায় ৭ কোটি পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন হয়। এসব বইপত্র মুদ্রণের কাগজ কর্ণফুলী পেপার মিল থেকে সরবরাহ করা হয়।

অন্যদিকে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি কাগজ সংকটের কারণে সময় মতো বইপত্র মুদ্রণ করে যথারীতি বাজারজাত করতে ব্যর্থ হলেও অন্যদের বই প্রকাশের অধিকারে বাধা দান করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৪ সাল থেকে দীর্ঘ প্রায় এক যুগ ধরে বোর্ডের পাঠ্য ও সহায়ক পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয় করার দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। ফলে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, প্রকাশ ও বিক্রয়ের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে একচেটিয়া গড়ে ওঠা মনোপলি ব্যবসা কোনক্রমে যুক্তিযুক্ত নয় বিধায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও বিপণনের জটিল কাজটি প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় উপনীত হয়।

বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত কাগজ নিয়ে চোরাই ব্যবসা বন্ধ করার লক্ষ্যে এ বছর নতুন বই প্রকাশ ও বিপণনের দায়িত্ব পেয়েছে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিপণন সমিতি। এ বছর পাঠ্য বইয়ের প্রচ্ছদ পরিবর্তন করে নতুন আঙ্গিকে বই প্রকাশ ও বিক্রেতা সমিতি নতুন বইয়ের প্রচ্ছদ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবীতে আন্দোলনের কর্মসূচী দিয়েছে। অপরদিকে প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি প্রচ্ছদ পরিবর্তন করে নতুন বই বাজারজাত করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেও সমিতির প্রায় ১২ হাজার সদস্য পাঠ্য বই বিক্রয়ের দায়িত্ব পালন করা থেকে বিরত থাকার হুমকি প্রদান করেছে। তাই এ বছর ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে নতুন পাঠ্যপুস্তক সময় মত না পৌঁছার আশংকা রয়েছে। বিগত বছর জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সিদ্ধান্তহীনতা ও পুস্তক ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফা লাভের মনোবৃত্তির কারণে সর্বোপরি পাঠ্যপুস্তক যথাসময়ে মুদ্রণ ও প্রকাশনা এবং বাজারজাত না হবার দরুন সময় মত ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই না পৌঁছায় লেখাপড়া বিঘ্নিত হয়েছে।

দেশ, জাতি ও জনগণের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে প্রতিবছর পাঠ্যপুস্তক সংকট নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।